# কুমারগঞ্জে চারা তৈরির প্রশিক্ষণ

সাজাহান আলি

**কুমারগঞ্জ, ৭ জুন ঃ** কৃষিভিত্তিক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫দিন ব্যাপী উদ্যান জাতীয় ফসলের চারা তৈরির প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। মাঝিয়ানের দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে (আবাসিক) জেলার ৮টি ব্লকের বাছাই করা ৩০জন চাষিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ৬জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত চারা তৈরির এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মুখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন কোর্স কো-অর্ডিনেটর সিদ্দিকুল ইসলাম। অন্যান্য যে সমস্ত কৃষিবিজ্ঞানী প্রশিক্ষণদানে রয়েছেন তাঁরা হলেন, শিবানন্দ সিংহ, দীপক মুর্মু, প্রেরণা বেরিলি, তাপস পণ্ডিত, বাপ্পা প্রামাণিক, বিশ্বজিৎ গোস্বামী প্রমুখ। এই প্রশিক্ষণদানের মূল উদ্দেশ্য হল পরিবর্তী সময়ে নার্সারি তৈরি করে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে স্বনির্ভর হওয়া এবং নিজের সঙ্গে আরো কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করা।

মুখ্য প্রশিক্ষক তথা কোর্স কো-অর্ডিনেটর কৃষিবিজ্ঞানী সিদ্দিকুল ইসলাম জানান, ৫দিন ব্যাপী দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্র আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে ফুলের চারা তৈরি, গুটিকলম, ডালিম গাছের চারা তৈরি, গ্রাফটিং এবং চোখকলম তৈরির বিষয়গুলি বিশদে হাতেকলমে সেখানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, ফুলের চারা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, টগর, পাতাবাহার, গাঁদা, চাইনিজ টগর ইত্যাদি। ট্রের ওপর বালিযুক্ত মাটিতে ফুলের ডাল কেটে হরমোন মিশিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলে চারা তৈরি হয়। মুখ্য প্রশিক্ষক সিদ্দিকুল ইসলাম আরো বলেন, ফুলের পাশাপাশি গুটিকলম হিসেবে লিচু, পেয়ারা, লেবু, গোলাপ, কামিনী ইত্যাদির চারা তৈরির বিষয়টিও দেখানো হচ্ছে বিশদে। এছাড়া আম, কাঁঠাল, কুল গাছের গ্রাফটিং-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও হাতে-কলমে করে দেখানো হচ্ছে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী চাষিদের। সর্বোপরি গোলাপ ফুল, জবা ফুল, কুল গাছের চোখ কলমও পাঁচদিনের এই প্রশিক্ষণ বিষয় সূচির মধ্যে রয়েছে। মোট কথা, একটি পূর্ণাঙ্গ নার্সারি তৈরি করে কর্মসংস্থানের জন্য যে সমস্ত বিষয় রাখা দরকার তার সবই এই প্রশিক্ষণকালে চাষি তথা উদ্যোগী যুবক-যুবতিরা পেয়ে যাবেন বলে সিদ্দিকুল ইসলাম মন্তব্য করেন। বস্তুত একান্তভাবে কৃষি নির্ভর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ফল ও ফুলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে স্থানীয় বাজার এবং বাইরের জেলাগুলিতে। প্রায় সারা বছরই এই ধরনের ফল এবং ফুল ও চারার চাহিদা দেখা যায় সর্বত্র। সুতরাং কৃষিভিত্তিক নার্সারি তৈরি করে স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগ যেমন প্রচুর সম্ভাবনাময় এবং বাস্তব পদক্ষেপ, তেমনি চাকরির দুর্মূল্যের পটভূমিতে কৃষিভিত্তিক বিষয়কে অবলম্বন করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করা অবশ্যই স্বাধীন ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা।

দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ও বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষি, কৃষক আর কৃষিবিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে। আশা করি অল্পকালের মধ্যেই এর সুফল অংশগ্রহণকারীরা ঘরে তুলতে পারবেন।